১৯-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন সত্যকথার বার্তালাপ করতে হবে, তোমরা বিচার করতে পারো যে রাইট (right) কোনটা, আর ভুল(wrong) কোনটা ।"

প্রশ্ন :-- *অন্তর্যামী বাবা দুনিয়ার সমস্ত বাচ্চাদের ভেতরের কোন্ কথা জানেন* ?

উত্তর :- *বাবা জানেন যে এই সময় সমস্ত বাচ্চাদের ভেতরে পাঁচ ভুত প্রবেশ করে আছে, রাবণ সর্বব্যাপী । বাচ্চারা তোমরা তো পাঁচ ভুতের দান করেছো । কিন্তু কেউ কখনো কখনো ফেরত নিয়ে নেয় । মায়ার বক্সিং খুব কঠিন । বারবার হারলে পরে দুর্বল হয়ে যায়, এই জন্য বাবা বলছেন -- বাচ্চারা দান করে আবার ফেরত নিয়ো না । মায়ার কাছ হারা চলবে না । অমৃত বেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করা হলে ভুত পালিয়ে যাবে* ।

গান :- *নির্বলের লড়াই বলবানের সাথে.....*

ওম্ শান্তি । দেখো তো কেমন গান বানানো হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারে না কেউ । যেমন গীতা , ভাগবত ইত্যাদি রচনা করা আছে, কিন্তু বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমরা এখন এই সবের অর্থ বুঝতে পারো । তুফান আর প্রদীপের গল্প কেমন করে হয়েছে ।মানুষ তো এমনিই শুনে থাকে । তোমরা তো পুরো অর্থ জানো । ব্যাপারটা এখানকার । ছোট প্রদীপের তো কোন কথাই নেই, বড় বড় প্রদীপ মায়ার তুফানে এমন হয় যে সব নিভে যায় । কখনো ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, যখন যোগ কম হয় তখন । যোগকে ঘৃত বলা হয় । যত যোগ করবে ততই জ্যোতি জাগৃত থাকবে । এই সব কথা তো এখনকার । আত্মাদের জ্যোতি জাগৃত করতে"শমা"কে (অগ্নিশিখা) আসতেই হবে, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয় ।"পরবানা" (বহ্নিপতঙ্গ) তো মানুষকে বলা হবে। তোমরা তো বলো যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন । আমরা তো চোখের সামনে দেখি । ওঁনার শারীরিক কোনো নাম নেই । শিব তো নিরাকার আর নলেজফুল। শিব জ্ঞান দিচ্ছেন এই জন্য তোমরা বলবে যে আমরা ওঁনার উপস্থিতি অনুভব করি,, কেননা ওঁনার থেকে আমরা জ্ঞান গ্রহণ করি । জ্ঞান শোনান শিব । লোকেরা তো বলে যে পরমাত্মা তো সর্বত্র বিরাজমান । কিন্তু জিজ্ঞেস করবে কোথায় আছেন? বলবে যে উনি সর্বব্যাপী । এই কথার কোনো অর্থ দাঁড়ায় না । তিনি এসে রাজযোগ শেখান । তোমরা তো জানো যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । নিশ্চয়ই চোখেই তা দেখতে পাওয়া যাবে তাই না! আত্মাও তো রয়েছে না! তোমরা বলবে যে আমরাও তো আত্মা । নিশ্চয়ই তা তারার মতন (Star) I দেখাও যায় । স্বয়ং আত্মা বলে -- আমি তারার(star) মতন । খুবই সূক্ষ্ম । আত্মা ভ্রুকুটির মধ্যে বিরাজমান, এটাও আমরা জানি । কেউ কেউ বলে আমরা কি করে তা মানবো ! আচ্ছা ভ্রুকুটির মধ্যে নয়, ভাবো যে চোখের মধ্যে আছে, কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়ই । আত্মাই বলে এইটা আমার শরীর । *ভ্রুকুটি হলো শুদ্ধ স্থান, তাই জন্য আত্মার নিবাস স্থান ভ্রুকুটিতে বলা হয় । তিলকও এই স্থানে লাগানো হয়* । আত্মা বলে -- আমি এক শরীর ছেড়ে অন্য এক শরীরে প্রবেশ করি । এতে কোনো সংশয় প্রকাশের জায়গা নেই । আত্মা স্মরণ করে পরমপিতা পরমাত্মাকে । এখন বাবা তা স্মরণ করাচ্ছেন । তোমাদের পার্ট পুরো হয়ে গেছে । তোমরা পতিত হয়ে গেছ । তোমাদের সব জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে । এটাও ড্রামার পার্ট, কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না । আত্মা বলে আমাদের মধ্যে ৮৪

জন্মের পার্ট আছে । ড্রামা অনুযায়ী ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হবে। পতিত হতেই হবে । তোমাদের এখন বোঝানো হয়েছে তাই জানতে পারছ ।তোমরা বলো, বাবা এই পুরো ড্রামাতে আমার পার্ট তো আছেই । আপনি বুঝিয়েছেন যে এ হল অনাদি ড্রামা । আমরা তো ড্রামারই অধীন। এখন তো তোমরা ঈশ্বরের বশে রয়েছ, তাই ড্রামার সব জানো । তারপর আবার রাবণের অধীনে চলে গেলে সব কিছু বেতাল হয়ে যায় । বাবা বলছেন আমি তোমাদের কত জ্ঞান দিচ্ছি । সবাই বলে যে এতো একদম নতুন নলেজ । সত্য আর মিথ্যা প্রমাণ করে দেওয়া হয় । ভারতেই সত্যখন্ড আর মিথ্যা খন্ড হয়ে থাকে । সত্যখন্ডে সত্যই থাকবে । মিথ্যা খন্ডে মিথ্যা বার্তালাপ হবে । এবার যতক্ষন না তোমরা সত্য বার্তালাপের বিবরণ পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেমন করে সত্য মিথ্যার বিচার করবে ! বাবা বলেন -- এবার তোমরা বিচার করো, আমি তোমাদের ঠিক বোঝাচ্ছি না ওরা ঠিক বোঝাচ্ছে ।

তোমরা বলো যে আমি আত্মা --- আমার আত্মাকে কেন যন্ত্রণা দাও ? আত্মাই তো যন্ত্রণা পায় । আত্মা আলাদা হয়ে গেলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না । শরীরের সাথেই তো আত্মা দুঃখ সুখ ভোগ করে । তাহলে আত্মাকে নির্লিপ্ত কি করে বলা যায় ! পরমাত্মার জন্য বলা হয় উনি নাম রূপ থেকে আলাদা বা উর্ধ্বে । কিন্তু যখন পরমাত্মা বলো তখনও তো এটা একটা নামই হল, তাই না । কেউ কেউ বলে যে উনি বুদবুদের মতন, কেউ আবার বলে যে তিনি জ্যোতি স্বরূপ । কেউ কিছু বুঝতে পারে না । এই ড্রামা বারংবার রিপিট হতে থাকে ।প্রত্যেককে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে যেতে হবে । একটা ড্রামা, একজন রচয়িতা । এই সব কথা কেউ জানে না । ওরা তো ভাবে যে আকাশে যে সমস্ত নক্ষত্র আছে, ওখানেও দুনিয়া আছে । ওখানে গিয়ে আমরা অবতরণ করব। প্লট (জমির) কিনে নেবে । এখন ওটা সত্যি নাকি বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেটা সত্যি? বাবা হলেন নলেজ ফুল, মানুষ হল সৃষ্টির বীজরূপ । এই কল্প বৃক্ষের কোনো বীজ নিশ্চয়ই থাকবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে বৃক্ষও তো হয় একটাই । এই বৃক্ষের এখন জরাজীর্ণ অবস্থা । ঝাড় এখন পুরানো হয়ে গেছে । তারপর নতুন কলম (চারাগাছ) লাগানো হয় কেননা যে মুখ্য দেবী দেবতার ধর্ম আছে তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে । সম্পূর্ণ বিস্তার তো একটাই বীজের । বাবা তো ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন বসে বসে । আর তারপর মায়া বিড়াল সব জ্যোতি নিভিয়ে দেয় । তুফান এলে পরে কত বড় বড় গাছ পড়ে যায় । বাচ্চারা লেখে বাবা মায়ার তুফান খুব আসছে। এটাকে বিঘ্নও বলা যায় । বাবা বলেন সবসময় রাবণের আসুরী সম্প্রদায় বিঘ্ন উৎপন্ন করে, তারপর বাবাকে ডাকতে থাকো, ডাকতে ডাকতে আবার তার মধ্যে মায়ার তুফান আবার বিকারে ফেলে দেয় । পুরানো যারা তারাও পড়ে যায় । *বাবা বলেন মায়ার তুফান তো আসবেই , কিন্তু তোমরা অচল, স্থির থাকবে । কখনো কারোর ওপর রাগ করবে না* । তোমরা বলো বাবা ক্রোধ ভূত আমাদের পরাজিত করেছে । বাবা বলেন এটা তো বক্সিং । বারবার পড়তে থাকলে কমজোর হয়ে যাবে । তোমরা তো বিকারের দান করেছো । দান করে ফেরত নিও না.... কোনো প্রকার দান করে সেটা আবার ফেরত নেওয়া যায় না । গল্প আছে না ---রাজা হরিশচন্দ্র দান করেছিলেন..... এইসব উদাহরণও বসে বসে বানিয়েছে । হ্যাঁ তো বাবা বলেন ইনশিওর(insure) করতে হলে করে নিতে পারো । না করলে তোমরা কিছু পাবে না । বাস্তবে দান করা জিনিস আবার ফেরত নেওয়া যায় না । ভাবো যে কেউ দান করেছে, বাড়ি বানানোর জন্য । বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে ফেরত কি করে হবে । কন্যা দান করে, পয়সা কড়ি খরচ করে বিয়ে দিলে, সেটা আবার ফেরত কেমন করে দেবে । দান করা জিনিস ফেরত আসে না ।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত । সব সাধু - সন্ত ইত্যাদি সবাই বলেন পরমাত্মা সর্বব্যাপী । নাম রূপের থেকে আলাদা বা উর্ধে । এবার তো নাম রূপের থেকে আলাদা কিছু হয় না । আকাশের তো নাম আছে, তাই না । পরমাত্মার নাম সবাই জপ করে । শিবলিঙ্গের প্রতিমা হয় । তাহলে নাম রূপের থেকে আলাদা কি করে হয় ? কিন্তু এই ব্যাপারে ধারণা দৃঢ় বিশ্বাস কেউ কেউ জোর করে ধরে রাখে, এই জন্য বাবা বোঝান যে -- প্রথমে, কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তার কি সম্পর্ক ? উনি (পরমপিতা পরমাত্মা) তো পিতা, তাই না । বাচ্চারা তোমরা যে কোনো জায়গায় সার্ভিস করতে পারো । শিব মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করো - - তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কি সম্পর্ক? সামনে শিব মন্দির রয়েছে । ইনি আপনার কে হন? পিতা। তাহলে পিতা কখনো নাম রূপের থেকে আলাদা বা সর্বব্যাপী হতে পারেন কি ? কত ভালো ভালো কথা বোঝার আছে । *পিতা যদি বলো তাহলে নিশ্চয়ই ওনার নাম রূপও আছে । বন্দনা করো, স্মরণ করো, তাহলে নিশ্চয়ই ওঁনার থেকে কিছু প্রাপ্তি হওয়ার কথা* । এই সমস্ত কথা তোমাদের মধ্যেও অনেকেই বোঝেনা । যদিও এখানে উনি সম্মুখে উপস্থিত আছেন, তাদের তবুও এরাও এতো নিশ্চিত হতে পারে না । আজ আছে , কাল থাকবে না । তোমরা শুনতে পাবে ওমুকে চলে গেছে ।দেখতে দেখতে কতজন পালিয়ে যায় । তুফানের সময় পড়ে যায় । বাস্তবে তোমাদের পুরো জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকে। যেমন বাবা হলেন বীজ -- ওঁনার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ড্রামার জ্ঞান আছে । যা শেখানো হয়ে গেছে তা তোমাদের কাছে আছে, যার দ্বারা তোমরা কাউকে বোঝাতে পারবে । নম্বর অনুসারেই হবে । কারো বুদ্ধি সতো গুণী , কেউ রজো গুণী তমো গুণী..... বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বলে দেবেন। এই কথা ব্রহ্মাও বলেন যে আমি বলতে পারব যে তোমাদের বুদ্ধি সতোপ্রধান না রজোপ্রধান না তমোপ্রধান.। এই সমস্তই সার্ভিসের ওপর নির্ভর করে । কারো জ্ঞানের ভালো ধারণা হলে বলা হয় যে সতোপ্রধান বুদ্ধি। প্রত্যেকে নিজেই বুঝতে পারে যে আমি কি করছি । জিজ্ঞেস করে বাবা আমাদের কিছু ভুল আছে কি? *বাবা তো বলবেন যে নম্বর ওয়ান ভুল হল সার্ভিস না করা* ।যেই কারণে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায় । সার্ভিস তো দেখতে পাওয়া যায় । কত বোঝানো হয় যে মন্দির ইত্যাদিতে গিয়ে বোঝাও । যদিও গল্প হাঁকায় যে — আমরা অনেক সার্ভিস করি । কিন্তু বাবা জানেন যে এরা সার্ভিস করতে পারবে না । খুবই সহজ কাজ । ঝাড় (কল্পবৃক্ষ) , ড্রামার জ্ঞান খুব সহজ । কেবল জিজ্ঞেস করা হয় যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? বাবা যখন আছেন বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই পেতে হবে । নিশ্চয়ই তোমরা ওনার সন্তান, ওনার থেকে বর্সা প্রাপ্ত করেছো, যা এখন আবার হারিয়ে ফেলেছো । আমরাও হারিয়ে যাওয়া বর্সা আবার ফিরে পেয়েছি । দৃঢ় নিশ্চয় হলে ততক্ষনাৎ বর্সা পাওয়ার চেষ্টায় লেগে পড়বে । কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে সে এই সব মেনে নেবে না ।তারা চেষ্টা করতে পারে না । এটা জানে যে বাবা হলেন অন্তর্যামী, আর আমি হলাম বহির্মুখী । এমনও না যে সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভেতরে কি আছে, উনি বসে বসে বলে দেবেন । হ্যাঁ, এটা জানেন যে সবার ভেতর পাঁচ ভুতের (বিকারের) প্রবেশ হয়েছে, এই জন্য বলা হয় রাবণ সর্বব্যাপী । তোমরা তো এখনো ভুতের (বিকারের) দান কর নি, পুরানো দুনিয়ার দেহ সহ সব সম্পর্ক বুদ্ধিযোগ দ্বারা বার করে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে , যা খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ । এই পরিশ্রম রাত্রিবেলা ভালো করে করতে পার । এখন প্র্যাকটিস করলে পরে তখন তো স্মরণ করতে পারবে, আর অমৃতবেলা খুব ভালো হবে । সকালে উঠতে হবে । সকাল সকাল উঠে ভক্তি মার্গে মালা জপ করা হয় । কেউ কেউ রাম রাম জপ করে, কেউ কেউ আরো কিছু জপ

করে । অনেক রকমের মন্ত্র আছে । কাশীর পন্ডিত হলে বলবে শিব শিব বলো..... সন্ন্যাসী ইত্যাদি এঁরা সবাই হলেন ভক্ত । সাধু সাধনা করেন, ঘরদুয়ার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায় । এটাও তো সাধনা, তাই না । হঠযোগ মার্গও ড্রামাতে আছে ।এটা তো জানা উচিত যে স্বর্গের আদি সনাতনী দেবী দেবতার ধর্ম কোথায় চলে গেছে! দেবতাদের পূজা করা হয়, কিন্তু এটা জানে না যে আমাদের ধর্ম কোনটা। আমরা লক্ষী নারায়ণের পূজো করতাম, আর বলতাম ধর্ম হল হিন্দু । এখন তো আমরা লিখি যে আমাদের ব্রাহ্মণ অথবা দেবী দেবতার ধর্ম, তাসত্বেও ওরা লিখে দেয় ওরা হিন্দু ধর্মের কেননা ভারতবাসীর সবাই হিন্দু। মুসলমানদের জন্য আলাদা লেখা হবে। বাকি সবাই হিন্দুদের সারিতে এসে যায় । এই হল এক অদ্ভুত রহস্য ।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বেহদের(অসীমের) জ্ঞান আছে । এই সৃষ্টি চক্রকে ড্রামা বলা হয় । ড্রামা(Film) রিপিট হয়, নাটক(Play) নয় । ওই নাটকে কোনো অভিনেতা না থাকলে পরে তার বদলে অন্য অভিনেতাকে দিয়ে নাটক করানো হয় । কেউ অসুস্থ হলে রিপ্লেস করে দেওয়া হয় । সেটা হল চৈতন্য নাটক (Live) I কিন্তু এটাকে নাটকও বলা যাবে না, এটাকে ড্রামা (ফিল্ম) বলা হবে । এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না । মানুষ বলে আমরা মুক্তি লাভ করব । কিন্তু ড্রামাতে এই পরিবর্তন হতে পারবে না । এটা কেউ জানে না যে এটা হল ড্রামা, এখান থেকে কেউ বেরোতে পারে না । এটা হল অনেক বোঝার বিষয় । অনেক পুরানো, অনেক বার পার্ট (নানান ভূমিকায় অভিনয়) করা হয়েছে । চক্র ঘুরেছে । এই সব কথা কেউ বোঝবার চেষ্টাও করে না । বুঝতেও পারে যে সবসময় একজন ঈশ্বর আছেন আর এই পৃথিবীর হিস্ট্রি জিওগ্রাফী রিপিট হতে থাকে । কিন্তু জানার জন্য যে চেষ্টা করবে তার অবসরটুকুও নেই । পুরানো বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই এই সব থাকে না । তুফান আসতেই থাকে । সামনে আরো বেশি আসতে থাকবে । অনেকে আসবে, বুঝতে চেষ্টা করবে । মৃত্যু যখন নিকটে আসবে তখন তাড়াতাড়ি বুঝবে । তোমরা বলবে বিনাশ কাল এই আসলো বোধহয় । এর আগেই বর্সা (উত্তরাধিকার) নিতে হবে । তখন তোমরা বলবে : কত দেরি করে ফেলেছ । *এখন দিন রাত যোগে থাকো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । অনেক বিকর্ম আছে । সময় লাগবে* । এঁনারও (ব্রহ্মাবাবা) অনেক সময় লেগেছে । এখনও পর্যন্ত অনেক পয়েন্ট বোঝার জন্য রয়ে গেছে। আমরা তো ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বলছি যে মৃত্যু আগত প্রায় । যেমন বাঘের একটা গল্প আছে না যে বাঘ এসেছে... বাঘ এসেছে.. । ওরা ভাবছে যে, মিথ্যা গল্প বলছে। এক দিন বিনাশ তো এসেই যাবে । তখন তো দৌড়বে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে (Too late) I এসব হল বেহদের কথা, কিন্তু এসব থেকে নিয়ে কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে । বিকর্ম বিনাশের জন্য অনেক যোগ অগ্নি প্রয়োজন । হ্যাঁ, এমন হবে যে নতুন নতুন এমন অনেকে আসবে যারা পুরানোদের থেকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে । মার্জিন রয়েছে । বাবা বলেন -- ঘরে থেকে রাত জাগো । যত পারো দৌড়ে এগিয়ে যাও । তার জন্য রাতে ঘুমের বিসর্জন দাও । খুব তীব্র গতিতে এগিয়ে যাবে । এটা নলেজ কত যে বলকারক ! জীবন তরীই পার হয়ে যায় । সব কামনা পূর্ণ হয়ে যায় । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিনাশের আগেই বাবার থেকে পুরোপুরি বর্সা (উত্তরাধিকার) নিতে হবে । দিবা রাত্রি যোগে থেকে বিকর্ম বিনাশ করে নম্বর প্রথম দিকে নিতে হবে ।

২) দেহ সহ পুরানো দুনিয়ার সব সম্পর্ক ভুলে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । যে জিনিস দান করা হয়েছে তা যেন আর ফেরত না নেওয়া হয় ।

বরদান :- *ডবল নেশার স্থিতির দ্বারা সর্বদা নির্বিঘ্ন হওয়ার এবং নির্বিঘ্ন বানাতে সমর্থ বিশ্ব পরিবর্তক ভব*

"প্রভুবৎসল আবার বালকবৎসল "---- যখন ইচ্ছা প্রভুত্বের স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও আর যখন ইচ্ছা বালকবৎসল অবস্থায় স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও, এই ডবল নেশা সর্বদা নির্বিঘ্ন করে দেওয়ার মতন । এই রকম আত্মাদের উপাধি হল বিঘ্ন- বিনাশক । কিন্তু কেবল নিজের জন্য বিঘ্ন বিনাশক নয়, পুরো বিশ্বের জন্য বিঘ্ন বিনাশক, বিশ্ব পরিবর্তক হয়ে যাও। যে স্বয়ং শক্তিশালী হয় তার সামনে বিঘ্ন স্বতঃ কমজোর হয়ে যায় ।

স্লোগান :- *নিজের ডবল লাইট স্বরূপে স্থির থাকো তাহলে সমস্ত ভার সমাপ্ত হয়ে যাবে* ।

তপস্বী মূর্ত হও

এখন সংগঠিত রূপে জ্বালা স্বরূপ স্মরণের অভ্যাস করো । এক একটা চৈতন্য লাইট হাউস হয়ে বসে থাকো । সেবাধারী হও, স্নেহ পরায়ণ হও, এক বল এক ভরসায় থাকো, এই সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এখন মাষ্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ, এটা স্টেজে উপস্থিত করো । তপস্বী মূর্ত হও ।